

আযান-ইকামতের আহকাম

আযান

আযানের আভিধানিক অর্থ: الإِعلام কোনো জিনিস সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“আর আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে আযান” অর্থাৎ ঘোষণা। সূরা তাওবাহ-৩

শরী‘আতের পরিভাষায় আযান হলো:

ذكر مخصوص يُعلم به دخول وقت الصلاة المفروضة.

“শরী‘আত কর্তৃক অনুমোদিত নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে সালাতের সময় সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করা”।

নামকরণের কারণ; আযানের নাম এ জন্য আযান হয়েছে, যেহেতু মুয়াজ্জিন সাহেব মানুষদেরকে সালাতের সময় জানিয়ে দেন ও তার ঘোষণা প্রদান করেন। আযানের আরেক নাম হচ্ছে ‘নিদা’ অর্থাৎ আহ্বান। কারণ, মুয়াজ্জিন সাহেব লোকদেরকে ডাকেন ও তাদেরকে সালাতের দিকে আহ্বান করেন।

আযানের বাক্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বেলাল সর্বদা যে আযান দিয়েছেন, তা হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ থেকে বর্ণিত। আবু দাউদ ৪৯৯; তিরমিযী ১৮৯

আযান যার পদ্ধতি নিম্নরূপ:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ
الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله
أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله

আর ফজরের আযানে **حي على الفلاح** এর পরে বলবে,

الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “মুয়াজ্জিনের **حي على الفلاح** বলার পর সুন্নাত হচ্ছে **الصلاة**
بلا. ইবন খুজাইমাহ- ৩৮৬

ইকামত

ইকামতের আভিধানিক অর্থ: الإقامة শব্দটি أقام ক্রিয়া এর মূল ধাতু বা মাসদার। আরবিতে إقامة الشيء তখনই বলা হয়, যখন কোনো কিছু স্থির ও সোজা করা হয়।

শরী‘আতের পরিভাষায় ইকামত

معنى الإقامة : هي ذكر مخصوص لاستنهاض الحاضرين للصلاة

“নির্দিষ্ট যিকিরের মাধ্যমে সালাত আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া”। ফিকহুল ইবাদাহ লিল হালবী-৭৩

অতএব, আযান হচ্ছে সময়ের ঘোষণা দেওয়া, আর ইকামত হচ্ছে সালাত আরম্ভের ঘোষণা দেওয়া। ইকামতকে দ্বিতীয় আযান বা দ্বিতীয় আহ্বানও বলা হয়।

ইকামতের বাক্য

الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله

[ফিকহে হানাফীতে জোড়া বাক্যে] ইকামতের দলীল

১. হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে আবী লায়লা র. বলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ আল আনসারী রা. নবী সা. এর নিকট আসলেন এবং বললেন,

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةٍ حَائِطٍ ، فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً ، قَالَ : فَسَمِعَ ذَلِكَ بِلَالٌ ، فَقَامَ فَأَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً.

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি যার পরনে ছিল সবুজ রং এর চাদর ও লুঙ্গি, যেন দেয়ালের এক পাশে দাঁড়িয়ে জোড়া জোড়া শব্দে আযান দিলেন এবং ইকামাতও দিলেন জোড়া জোড়া শব্দে। আর কিছুক্ষণ (মাঝখানে) বসে রইলেন। তিনি বলেন, পরে বিলাল রা. তা শুনলেন এবং তিনিও জোড়া জোড়া শব্দে আযান দিলেন এবং জোড়া জোড়া শব্দে ইকামাত দিলেন। আর (আযান ও ইকামতের মাঝখানে) একটু বসলেন।” মুসান্নাফে আবী শায়বা .২১৩১

২. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত,

كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

“রাসূল সা. আযান ও ইকামাত ছিল জোড়া জোড়া শব্দে।” তিরমিযী, হা.১৯৪

এছাড়াও আরো অনেক হাদীস দ্বারা ইকামাতও আযানের মতো জোড়া বাক্যে প্রমাণিত।

আযান ও ইকামতের হুকুম

সালাত আদায়কারী মুসাফির হোক বা মুকিম; জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমআর সালাতের জন্য; আযান-ইকামাত সুনতে মুআক্কাদা।

আযান শারিআহ সিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-হাদীস এবং মুসলিম উম্মাহর ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

ইবনে তাইমিয়া রাহি. বলেন, “মুতাওয়াতির হাদীসে রয়েছে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য আযান দেওয়া হতো, এটা উম্মতের ইজমা এবং তাদের আমলের পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত।”

কুরআন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

“আর যখন তোমরা সালাতের দিকে ডাক, তখন তারা একে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে। তা এই কারণে যে, তারা এমন কওম, যারা বুঝে না।” সূরা মায়েদাহ-৫৮

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

“যখন জুমআর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও।” সূরা আল

জুমু‘আ-৯

হাদিস

আযান ও মুয়াজ্জিনের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে।

১. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,
 المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة.

“মুয়াজ্জিনগণ কিয়ামতের দিন সবচেয়ে উঁচু গর্দানের অধিকারী হবো” সহীহ মুসলিম-৩৮৭

২. মানুষ যদি আযানের ফযীলত জানত, তাহলে তারা এর জন্য লটারি করত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
 রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

لو يعلمُ الناسُ ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في
 التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً

“মানুষেরা যদি আযান ও প্রথম কাতারের ফযীলত জানত, অতঃপর তারা লটারি ব্যতীত তার সুযোগ না পেত, তাহলে অবশ্যই
 তারা লটারিতে অংশ গ্রহণ করত। যদি তারা সালাতে দ্রুত যাওয়ার ফযীলত জানত, তাহলে তারা সে জন্যও প্রতিযোগিতা
 করত, যদি তারা এশা ও ফজর সালাতের ফযীলত জানত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে অংশ গ্রহণ করত।”

সহীহ বুখারী- ৬১৫

আযান শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

আযান শুদ্ধ হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে যার সম্পর্ক আযানের সাথে, আর কিছু শর্ত রয়েছে যার সম্পর্ক মুয়াজ্জিনের সাথে-

আযান সম্পৃক্ত শর্ত

১. ধারাবাহিকভাবে আযান দেওয়া।
২. আযানের শব্দগুলো পরপর বলা।
৩. সালাতের সময় হলে আযান দেওয়া। তাই সময়ের আগে আযান দিলে তা আদায় হবে না।
৪. আযানে এমন সুর গ্রহণ করা যাবে না, যা শব্দ ও অর্থ বিকৃতি করে দেয়।
৫. উচ্চ স্বরে আযান দেওয়া।
৬. সুনত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যা মোতাবেক আযান দিবে, তাতে কম বা বেশি করবে না।
৭. এক ব্যক্তির আযান দিতে হবে, দুই জনের আযান শুদ্ধ নয়। যদি এক ব্যক্তি আযান আরম্ভ করে, অতঃপর অপর ব্যক্তি তা পুরো করে, তাহলে আযান শুদ্ধ হবে না। তবে কয়েক মুয়াজ্জিন এক সাথে আযান দেয়া জায়েয।

মুয়াজ্জিন সম্পৃক্ত শর্ত

১. মুয়াজ্জিনের মুসলিম হওয়া জরুরি, যদি কোনো কাফের আযান দেয় তাহলে শুদ্ধ হবে না। কারণ, সে ইবাদতের উপযুক্ত নয়।
২. মুয়াজ্জিনের বুঝমান হওয়া জরুরি, অর্থাৎ যে কথা বুঝে ও উত্তর দিতে পারে, তার নিকট কোনো বস্তু চাওয়া হলে সে উপস্থিত করতে পারে।
৩. মুয়াজ্জিনের বিবেকবান হওয়া জরুরি, পাগলের আযান শুদ্ধ নয়।
৪. মুয়াজ্জিনের পুরুষ হওয়া জরুরি, নারীদের আযানের কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই। কেননা আযান উচ্চ স্বরে দিতে হয়, আর নারীদের আওয়াজ উঁচু করা নিষেধ

ইবনে উমর রাযি. বলেন, “নারীদের ওপর আযান ও ইকামাত কিছু নেই” বায়হাকী: (১/৪০৮)

আযান প্রদানকারী সম্পৃক্ত সুনাত

- ❑ মুয়াজ্জিন পবিত্র অবস্থায় আযান দেবে।
- ❑ আযানের শব্দ ধীরে ধীরে বলবে, ইকামাত দ্রুত বলবে, সব বাক্যের শেষে জযম বলবে।
- ❑ উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে কিবলা মুখী হয়ে আযান দেবে, কারণ বেলাল এভাবে আযান দিতেন।
- ❑ মুয়াজ্জিন তার দুই কানে হাতের আঙুল রাখবে, যেহেতু আবু যুহাইফার হাদীসে আছে: “আমি বেলালকে আযান দিতে দেখেছি...তার আঙুলসমূহ ছিল কানের মধ্যো” তিরমিযী -১৯৭
- ❑ **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** বলার সময় ডানে এবং **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** বলার সময়- বামে চেহারা ঘুরাবে।
 - ❑ উত্তম হচ্ছে সালাতের প্রথম ওয়াত্তে আযান দেওয়া।
 - ❑ মুয়াজ্জিনের উঁচু আওয়াজ সম্পন্ন হওয়া সুনাত।
 - ❑ মুয়াজ্জিনের আওয়াজ সুন্দর হওয়া মুস্তাহাব। কারণ, আবু মাহযুরার হাদীসে আছে, তার আওয়াজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হয়, ফলে তিনি তাকে আযান শিক্ষা দেন। সহীহ ইবন খুজাইমাহ ৩৭৭
- ❑ মুয়াজ্জিন দ্বীনদার এবং পরহেজগার মুত্তাকী- আমানতদার হওয়া।

আযান শ্রবণকারী সম্পৃক্ত সুনত

- আযান ও ইকামাত শ্রবণকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে মুয়াজ্জিনের-

সাথে সাথে আন্তে আন্তে তার অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ করা, শুধু হাইআলাহ ব্যতীত, তখন বলবে: لا حول ولا قوة الا بالله অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ ও আযানের পরবর্তী দোআ পড়বে।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন মুয়াজ্জিন বলে: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ অতঃপর তোমাদের কেউ বলে: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ যখন মুয়াজ্জিন বলে: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ অতঃপর তোমাদের কেউ বলে: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ যখন মুয়াজ্জিন বলে: حَيٌّ عَلَى أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ অতঃপর তোমাদের কেউ বলে: اللهُ حَيٌّ عَلَى أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ অতঃপর তোমাদের কেউ বলে: اللهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ যখন মুয়াজ্জিন বলে: اللهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ অতঃপর তোমাদের কেউ বলে: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ যখন মুয়াজ্জিন বলে: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ অতঃপর তোমাদের কেউ অন্তর থেকে বলে: اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ সে জান্নাতে প্রবেশ করবো” সহীহ মুসলিম ৩৮৫

মুয়াজ্জিনের উত্তর শেষ করে [আযানের শেষে] নিম্নোক্ত দুআ ও দরুদ পাঠ করা সুন্নত

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলেছেন “যে ব্যক্তি আযান শ্রবণ করে বলে:

اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته
কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত বৈধ হয়ে যাবে” সহীহ বুখারী, ৬১৪

বায়হাকীর বর্ণনায় আরো একটু অতিরিক্ত **إنك لا تخلف الميعاد** বর্ণিত আছে। বায়হাকী: (১/৪১০)

বিবিধ কিছু সুন্নত

- ❑ যখন কারো কানে আযান ধ্বনি পৌঁছবে, সে পুরুষ বা নারী, পবিত্র হোক বা জুনুবী, তার উচিৎ আযানের জবাব দেয়া সুন্নত। কুরআন বা যিকির করতে থাকলে তা বন্ধ করে আযানের জবাব দেয়া সুন্নত।
- ❑ যদি পথ চলা অবস্থায় হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে পড়া মুস্তাহাব। আযান হওয়াকালে তার জবাব দেয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজে রত হওয়া ঠিক নয়। না সালাম দেবে, আর না তার জবাব।
- ❑ যদি একাধিক মসজিদ থেকে আযান হয়; তাহলে একটির জবাব দেয়াই যথেষ্ট।

যারা আযানের জবাব দেবে না

সালাত আদায়কারী, পানাহার অবস্থায়, ইস্তিঞ্জাকারী, স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত ব্যক্তি। তবে অনেক আলেমের মতে, আযানের পরক্ষণেই যদি উল্লিখিত কাজ থেকে অবসর হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আজানের জবাব দিয়ে দেওয়া উত্তম। কোরআন তেলাওয়াতকারী তেলাওয়াত সাময়িক বন্ধ রেখে আজানের জবাব দেওয়া উত্তম। আদুররুল মুখতার: ১/৩৯৭

ইকামতের জবাব দেওয়াও মুস্তাহাব

আজানের মত মুসল্লিদের জন্য ইকামতের জবাব দেওয়াও মুস্তাহাব। ফাতাওয়া হিন্দিয়া : ১/৫৭ একামতের জবাবও আজানের অনুরূপ। শুধু একামতের মধ্যে ‘ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ’-এর জবাবে ‘আক্বামাহাল্লাহ ওয়া আদামাহা’ বলবে। হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ بِلَالاً أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أُنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا”
 “একবার হযরত বেলাল (রা.) ইকামাত দিচ্ছিলেন, তখন নবী করিম (সা.) ও তাঁর সঙ্গে আজানের অনুরূপ উত্তর দিয়েছেন, তবে ‘ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ’ বলার সময় বলেন, ‘আক্বামাহাল্লাহ ওয়া আদামাহা’ আবু দাউদ ৫২৮